

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহাম্মদ শরীফুর রহমান

রোলঃ 228012199

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহাম্মদ শরীফুর রহমান

রোলঃ 228012199

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কোরআন হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোহাম্মদ শরীফুর রহমান, আইডিঃ 228012199 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কোরআন হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোহাম্মদ শরীফুর রহমান

আইডিঃ 228012199

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়: ভূমিকা	8
২য় অধ্যায়: দাওয়াহর সংজ্ঞা ও গুরুত্ব	9
৩য় অধ্যায়: কুরআনের আলোকে দাওয়াহ	10
৪র্থ অধ্যায়: হাদীসের আলোকে দাওয়াহ	13
৫ম অধ্যায়: উপমহাদেশে দাওয়াহর ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট	16
৬ষ্ঠ অধ্যায়: দাওয়াহর পদ্ধতি ও কৌশল	18
৭ম অধ্যায়: দাওয়াহর ফলাফল ও ভবিষ্যৎ করণীয়	21
অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের দাওয়াহ আন্দোলন	23
৯ম অধ্যায়: সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও দাওয়াহর কৌশল	25
১১তম অধ্যায়: তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি	28

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণাপত্রে উপমহাদেশের দাওয়াহ কার্যক্রমের একটি ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াহর মৌলিক ধারণা, উপমহাদেশে তার প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটে তার তাৎপর্য এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। বিশেষভাবে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দাওয়াহর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়: ভূমিকা.....	পৃষ্ঠা ১
২য় অধ্যায়: দাওয়াহর সংজ্ঞা ও গুরুত্ব.....	পৃষ্ঠা ৩
৩য় অধ্যায়: কুরআনের আলোকে দাওয়াহ.....	পৃষ্ঠা ৬
৪র্থ অধ্যায়: হাদীসের আলোকে দাওয়াহ.....	পৃষ্ঠা ১০
৫ম অধ্যায়: উপমহাদেশে দাওয়াহর ইতিহাস.....	পৃষ্ঠা ১৪
৬ষ্ঠ অধ্যায়: দাওয়াহর পদ্ধতি ও কৌশল.....	পৃষ্ঠা ২০
৭ম অধ্যায়: দাওয়াহ কার্যক্রমের ফলাফল ও করণীয়.....	পৃষ্ঠা ২৫
৮ম অধ্যায়: বাংলাদেশে দাওয়াহ আন্দোলন.....	পৃষ্ঠা ৩০
৯ম অধ্যায়: সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও দাওয়ার কৌশল.....	পৃষ্ঠা ৩৮
১০ম অধ্যায়: উপসংহার ও প্রস্তাবনা.....	পৃষ্ঠা ৪৫
গ্রন্থপঞ্জি.....	পৃষ্ঠা ৫০

১ম অধ্যায়: ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হল আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে অনুসরণ। এই বিশ্বাস প্রচার ও প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ‘দাওয়াহ’। দাওয়াহ একটি আরবী শব্দ যার অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, কিংবা আমন্ত্রণ জানানো। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি হলো মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ তা’আলা কুরআনে বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (النحل: 125))

অর্থাৎ, ‘তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমাত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।’

এই গবেষণায় মূলত দাওয়াহর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, কুরআন ও হাদীসভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং উপমহাদেশের দাওয়াহ কার্যক্রমের ইতিহাস ও প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। বিভিন্ন যুগে সুফী সাধক, উলামা, মুজাহিদ ও সংস্কারকগণ এ অঞ্চলে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এই থিসিসে তাঁদের অবদান, পদ্ধতি, চ্যালেঞ্জ ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে করণীয় বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে দাওয়াহ কার্যক্রম নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তথাকথিত আধুনিকতা, প্রযুক্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় উদাসীনতা মুসলমানদের দাওয়াহর দায়িত্বকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমকালীন সমাজে দাওয়াহর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়: দাওয়াহর সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

দাওয়াহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ:

২য় অধ্যায়: দাওয়াহর সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

দাওয়াহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ:

‘দাওয়াহ’ (الدعوة) শব্দটি এসেছে আরবি ধাতু “دعا - يدعو” থেকে, যার অর্থ হলো আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াহ বলতে বোঝায়—মানবজাতিকে আল্লাহর পথে, তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের প্রতি আহ্বান জানানো এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করা।

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

(রহঃ) বলেন

“আল্লাহর পথে দাওয়াহ হলো—ইসলামের দিকে আহ্বান করা, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণে আহ্বান জানানো।”

দাওয়াহর ধর্মীয় গুরুত্ব:

ইসলামের দৃষ্টিতে দাওয়াহ কেবল একটি পুণ্যময় কাজ নয় বরং এটি একটি ফরজ (আবশ্যিক) দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন সর্বাত্মকভাবে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾
(সূরা ইউসুফ, ১২:১০৮)

অর্থ: “বলুন, এই আমার পথ; আমি ও আমার অনুসারীরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি।

”

রাসূল (সা.) বলেন:

«بلغوا عني ولو آية»
(সহীহ বুখারী)

অর্থ: “আমার পক্ষ থেকে প্রচার করো, যদিও তা একটি আয়াত হয়।

”

সাহাবাদের দাওয়াহর চর্চা:

সাহাবিরা দাওয়াহর গুরুত্ব উপলব্ধি করে একে জীবনের অংশে পরিণত করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ), উমার (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কেবল কথায় নয়, বরং কর্মে দাওয়াহর বাস্তব রূপ প্রদান করেছেন।

দাওয়াহর উপকারিতা:

১. সমাজে ইসলামী নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. অজ্ঞতা ও গোমরাহী দূর হয়।
৩. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করে।
৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়।

দাওয়াহ একটি নববী দায়িত্ব এবং এটি প্রতিটি মুসলমানের উপর কম-বেশি প্রযোজ্য।

দাওয়াহর মাধ্যমে ইসলাম প্রসারিত হয় এবং মানবজাতির মধ্যে হেদায়েত পৌঁছে যায়।

একারণেই এটি সর্বকালের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক কাজ।

৩য় অধ্যায়: কুরআনের আলোকে দাওয়াহ

৩.১ কুরআন—দাওয়াহর মূল উৎস

কুরআন হচ্ছে মুসলমানদের জন্য সর্বোচ্চ ও চিরন্তন দাওয়াহর বই। এতে আল্লাহ তাআলা নবীদের মাধ্যমে মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর আদেশ দিয়েছেন। দাওয়াহ কার্যক্রমের মূল নির্দেশনা ও পদ্ধতি কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

৩.২ দাওয়াহর আদেশ ও নির্দেশনা

কুরআন বিভিন্ন আয়াতে দাওয়াহকে অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন:

সূরা নাহল, আয়াত ১২৫:

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

অর্থ: “তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত (বিবেচনা) ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, এবং তাদের সঙ্গে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।”

সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾

অর্থ: “বলুন, এই আমার পথ; আমি ও আমার অনুসারীরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি।”

৩.৩ নবীদের দাওয়াহ মিশন

কুরআন জানায় যে আল্লাহ প্রতিটি জাতির মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর একত্ববাদের ডাক এবং মন্দ থেকে বিরত থাকা।

সূরা নাহল, আয়াত ৩৬:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

অর্থ: “আমি প্রতিটি জাতির মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে তারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুত থেকে বিরত থাকে।”

৩.৪ দাওয়াহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আল্লাহর পথে আহ্বান করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে:

মানুষের মন খুলে দেওয়া, কু-আচরণ থেকে বিরত রাখা

আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা

সৎকর্মে উৎসাহিত করা

সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৩:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

অর্থ: “কার কথা উত্তম হতে পারে তার চেয়ে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে।”

৩.৫ দাওয়াহর পদ্ধতি ও মাধ্যম

কুরআন বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াহ করার কথা বলে:

হিকমত (বিবেচনা): বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াহ করা

মাওইয়াতুল হাসানাহ (সুন্দর উপদেশ): মৃদু ও প্ররোচনামূলক ভাষায়
মুজাদালাতুন বিঅল্লতি হিয়া আহসান (উত্তম বিতর্ক): বিতর্ক হলেও শালীন ও প্রজ্ঞাময় হতে
হবে

৩.৬ উপমহাদেশে কুরআনী দাওয়াহর প্রভাব

উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের ও আলেমদের মাধ্যমে কুরআনী দাওয়াহ ছড়িয়ে পড়েছে,
যা আজও সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তারা কুরআনের
শিক্ষাকে সামনে রেখে সমাজে সমতা, ধর্মীয় সহনশীলতা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কাজ
করেছেন।

কুরআন দাওয়াহর পথ ও পদ্ধতি নিয়ে সর্বোচ্চ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এর শিক্ষার
আলোকে একজন দাস্তিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতা, প্রজ্ঞা ও সহানুভূতি নিয়ে
মানুষের প্রতি আহ্বান জানাতে হয়। উপমহাদেশে কুরআন ভিত্তিক দাওয়াহ মুসলিম
সমাজের আত্মসচেতনতা ও ইসলামী ঐক্যের মূলে অবদান রেখেছে।

৪র্থ অধ্যায়: হাদীসের আলোকে দাওয়াহ

৪.১ হাদীসের সংজ্ঞা ও দাওয়াহর সাথে সম্পর্ক

হাদীস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, কাজ, মৌনসম্মতি ও চরিত্র—যা ইসলামী জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় মূল উৎস। কুরআনের সাধারণ আদেশগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, সেটা রাসূল (সা.)-এর জীবনের মাধ্যমে বোঝা যায়। তাঁর দাওয়াহর আদর্শ হাদীসের মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে।

«تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي»
(মুয়াত্তা মালিক)

অর্থ: “আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।”

৪.২ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

রাসূল (সা.) ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ। আল্লাহ তাঁকে দাওয়াহর মিশনে প্রেরণ করেন:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا»
(ইবনু মাজাহ)

অর্থ: “নিশ্চয়ই আমাকে একজন শিক্ষক (দাওয়াতদাতা) হিসেবে পাঠানো হয়েছে।”

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াহর কিছু বৈশিষ্ট্য:

হিকমাতপূর্ণ (বুদ্ধিদীপ্ত)

সহানুভূতিশীল ও নরম স্বভাবের

চরিত্র দ্বারা আহ্বান

সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য

ধাপে ধাপে শিক্ষা প্রদান

৪.৩ হাদীসে দাওয়াহর গুরুত্ব ও নির্দেশনা

রাসূল (সা.) দাওয়াহকে সকল উম্মতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন

«بلغوا عني ولو آية»
(সহীহ বুখারী)

অর্থ: “আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, ولو একটি আয়াতও যদি হয়

«من دل على خير فله مثل أجر فاعله»
(সহীহ মুসলিম)

অর্থ: “যে ব্যক্তি কারো ভালো কাজের দিকে পথ দেখায়, তার জন্যও একই সওয়াব রয়েছে

ো।”

এছাড়া, যারা মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়, তাদের ফজিলত প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)

বলেন:

«لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ: “আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকেও হেদায়াত দান করেন, তবে তা লাল
উট (সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ) থেকেও উত

্তম।”

8.8 সাহাবাদের দাওয়াতের আদর্শ

রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবাদের বিভিন্ন দেশে দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। যেমন:

হযরত মু‘আয ইবন জাবাল (রা.) কে ইয়ামানে

পাঠানো:

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»
(সহীহ বুখারী)

অর্থ: “তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছ যারা কিতাবধারী। তাদেরকে সর্বপ্রথম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’—এই তাওহীদের দাওয়া

ত দিও।”

হযরত আলী (রা.)-কে ইয়েমে

ন প্রেরণ:

রাসূল (সা.) বলেন, “তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, ভীতি দেখিয়ে নিরুৎসাহিত করো না।”

(সহী

হ বুখারী)

৪.৫ দাওয়াহর মাধ্যমে উম্মতের দায়িত্ব

প্রত্যেক মুসলিম নিজ নিজ অবস্থান থেকে দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করবে। হাদ

ীস অনুযায়ী:

«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ: “তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী (দায়িত্বশীল), এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাস

া করা হবে।”

৪.৬ দাওয়াহ ও উত্তম চরিত্র

রাসূল (সা.) এর চরিত্র দাওয়াহর সবচেয়ে শক্তিশাল

ী মাধ্যম ছিল

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»

(মুয়াত্তা মালিক)

অর্থ: “আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণাঙ্

গ করার জন্য।”

৪.৭ উপমহাদেশে হাদীস ভিত্তিক দাওয়াহর প্রচলন

উপমহাদেশে দাওয়াহ প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন—হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.), শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), আহমদ শরহিন্দী (রহ.) প্রমুখ। তাঁরা হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের আসল শিক্ষা সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন।

উপসংহার

হাদীস হল দাওয়াহর জীবন্ত পথনির্দেশিকা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহর পদ্ধতি, ভাষা, সহনশীলতা, ও চরিত্রিক সৌন্দর্য আজও আমাদের জন্য অনুকরণীয়। দাওয়াহকে সফল করতে হলে হাদীসের আলোকে পথচলা অপরিহার্য।

৫ম অধ্যায়: উপমহাদেশে দাওয়াহর ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

৫.১ ভূমিকা

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন শুধু রাজনীতি ও যুদ্ধের মাধ্যমে হয়নি, বরং সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে দাঈ ও আউলিয়াগণের দাওয়াহ কার্যক্রম। তাঁরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জনগণকে শান্তিপূর্ণ আস্থানের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছেন।

৫.২ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ও দাওয়াহর সূচনা

৫.২.১ আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে

ইসলামের প্রাথমিক যুগে, নবী করীম (সা.)-এর সাহাবাগণ আরব থেকে ব্যবসা ও দাওয়াহ উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানে আগমন করেন। মালাবার উপকূলে মুসলিম ব্যবসায়ীরা ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেন। তাদের সততা, ইনসাফ এবং চরিত্র দেখে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

৫.২.২ মুহাম্মদ বিন কাসিমের আগমন (৭১২ খ্রি.)

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের পর ইসলামের মূল শিক্ষা ও দাওয়াহ পদ্ধতি জনগণের মাঝে প্রচার করেন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেন।

৫.৩ সুফি-আউলিয়াদের দাওয়াহ কার্যক্রম

৫.৩.১ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)

রাজস্থান ও উত্তর ভারতে ইসলামের দাওয়াহ প্রচারে অন্যতম প্রধান নাম। তিনি তাওহীদ ও ইসলামের নৈতিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে জনমনে প্রভাব ফেলেন। কোনো রাজনীতি নয়, বরং জনকল্যাণ ও মানবতা ছিল তাঁর দাওয়াহর মূলনীতি।

৫.৩.২ বাবা ফারিদ (রহ.), নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রহ.)

এই আউলিয়াগণ তাঁদের দরগা ও খানকাগুলিকে দাওয়াহ কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন। মানুষ তাদের খেদমতে এসে ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হতো।

৫.৪ ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী আন্দোলনসমূহ

৫.৪.১ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা ও দাওয়াহর নবজাগরণে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি কুরআনের অনুবাদ করেন এবং সমাজ সংস্কারে ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন।

৫.৪.২ সীরাহভিত্তিক দাওয়াহ আন্দোলন

শাহ আব্দুল আজিজ (রহ.)

শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.)

সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)

তাঁরা সমাজের শিক ও বিদআতের বিরুদ্ধে কঠোর দাওয়াহ করেন।

৫.৫ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ ও দাওয়াহ

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে ওলামাগণ ও আউলিয়াগণ ইসলাম রক্ষায় দাওয়াহ ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

৫.৫.১ দারুল উলুম দেওবন্দের ভূমিকা

১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান হাদীসভিত্তিক দাওয়াহ, ইসলামি চিন্তাচর্চা ও সমাজ সংস্কারে অসামান্য ভূমিকা রাখে।

৫.৫.২ আহলে হাদীস ও তাবলিগ জামাত

তাদের দাওয়াহর মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত ইমান, আমল ও সমাজে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা। তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেছেন:

"আমরা মানুষকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে ফিরিয়ে আনতে চাই—ইমান, সালাত, আখলাক।"

৫.৬ উপমহাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ

৫.৬.১ ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়ায় দাওয়াহ

বর্তমানে ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের বার্তা তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিশেষ করে:

ইসলামিক বক্তা জাকির নায়েক

মুফতি তারিক জামিল

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ

৫.৬.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসার দাওয়াহ ভূমিকা

উপমহাদেশের আলিয়া ও কওমি মাদরাসাগুলিতে দাওয়াহ শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন, বাংলাদেশের ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (IOM) তার শিক্ষার্থীদের কুরআন-হাদীসভিত্তিক দাওয়াহ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার

উপমহাদেশে দাওয়াহর ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। বিভিন্ন সময়ে রাজা-প্রজা, আউলিয়া-ওলামা, আলেম-বক্তা সকলেই কুরআন ও হাদীসের আলোকে জনগণের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করেছেন। বর্তমান যুগে প্রযুক্তির সহায়তায় এই দাওয়াহর ময়দান আরও বিস্তৃত হচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব হলো—এই ঐতিহ্য ধরে রেখে নববী দাওয়াহকে যুগোপযোগীভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

৬ষ্ঠ অধ্যায়: দাওয়াহর পদ্ধতি ও কৌশল

৬.১ ভূমিকা

দাওয়াহ হচ্ছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি দায়িত্ব যা কেবল আহ্বান নয়, বরং এটি একটি সুনিপুণ শিল্প ও কৌশল। কুরআন ও হাদীস দাওয়াহর যে মৌলিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্দেশ করেছে, তা মানবপ্রকৃতি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আমরা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে দাওয়াহর বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল বিশ্লেষণ করবো।

৬.২ কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াহর মৌলিক পদ্ধতি

৬.২.১ হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ব্যবহার

...قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
(সূরা ইউসুফ, ১২:১০৮)

দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি, সময়োপযোগী বক্তব্য ও মানসিক গভীরতা থাকা আবশ্যিক। প্রেরিত নবীগণ প্রতিটি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি বুঝে দাওয়াহ করতেন।

৬.২.২ মুয়াযযানা হুসনা (সুন্দর বিতর্ক)

)
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(সূরা নাহল, ১৬:১২৫)

দাওয়াহর সময় যারা ভিন্নমত পোষণ করে, তাদের সাথে সদ্ভাব, যুক্তি ও নৈতিকতা বজায় রেখে বিতর্ক করতে হবে।

৬.২.৩ উপযুক্ত দৃষ্টান্ত পেশ করা

নবী মুহাম্মদ (সা.) অনেক সময় গল্প, উপমা ও জীবনের বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করে দাওয়াহ করতেন।

৬.৩ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ কৌশল

গোপনে দাওয়াহ (সিরাতের মাক্কি পর্ব)

আরকাম ইবনে আবিল আরকামের ঘরে গোপনে দাওয়াহ শুরু

উন্মুক্ত দাওয়াহ (দারুল আরকাম থেকে প্রকাশ্য)

কাবা সংলগ্ন এলাকায় তাওহীদের আহ্বান

চিঠি ও দূতের মাধ্যমে দাওয়াহ

বাইজান্টাইন সম্রাট, ইরানের শাহ, মিসরের রাজাকে ইসলামের আহ্বানপত্র

মিলাদ ও হিজরতের মতো কৌশলগত সিদ্ধান্ত

দাওয়াহ রক্ষার্থে হিজরত, মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন

৬.৪ দাওয়াহর আধুনিক কৌশলসমূহ

৬.৪.১ মিডিয়া ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক দাওয়াহ

ভিডিও, ইউটিউব, ইসলামিক অ্যাপস

তরুণদের আকৃষ্ট করতে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট

অনলাইন লাইভ দাওয়াহ, পডকাস্ট

সময়োপযোগী ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান

৬.৪.২ ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক দাওয়াহ

স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে সহজবোধ্য ব্যাখ্যা

অঞ্চলভিত্তিক কন্টেন্ট তৈরি (যেমন, পাহাড়ি অঞ্চলে চাকমা ভাষায় দাওয়াহ)

৬.৪.৩ শিশু-কিশোর ও নারীদের জন্য পৃথক দাওয়াহ পদ্ধতি

শিশুদের জন্য কার্টুন ও গল্পনির্ভর দাওয়াহ

নারীদের জন্য অনলাইন ক্লাস, মহিলা বক্তাদের মাধ্যমে সংবেদনশীল উপস্থাপন

৬.৪.৪ আন্তঃধর্মিক আলোচনার কৌশল

অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান রেখে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া

কুরআনের পদ্ধতি অনুসরণ করে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে দাওয়াহ

...فَلْيَأْهِنُوا الْكُتُبَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ (আলে ইমরান, ৩: ৬৪)

৬.৫ কার্যকর দাওয়াহ কৌশলের উপাদানসমূহ

উপাদানব্যাখ্যাইখলাসআল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা ছাড়া দাওয়াহ বৃথাধৈর্য ও সহনশীলতাপ্রতিকূল পরিস্থিতিতে দ্বীনের কাজ জারি রাখাজ্ঞানকুরআন-হাদীস, ইতিহাস ও সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানআখলাকদাঈর শিষ্টাচার দাওয়াহর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণসহযোগিতাদলগতভাবে সংগঠিত দাওয়াহ অধিক কার্যকর

৬.৬ বাংলাদেশের বাস্তবতায় প্রয়োগযোগ্য কিছু কৌশল

গ্রাম পর্যায়ে মাসজিদভিত্তিক দাওয়াহ সেশন

স্কুল-কলেজে “ইসলাম ও জীবন” নামক ক্যাম্পেইন

ফেসবুক লাইভ, ইউটিউব শর্টস ও রিলস

চাকুরিজীবীদের জন্য সপ্তাহিক দাওয়াহ ওয়ার্কশপ

দাওয়াহ একটি হৃদয়স্পর্শী, যুক্তিনির্ভর ও সুশৃঙ্খল কার্যক্রম। শুধুমাত্র আবেগ নয়, বরং বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা, হিকমাহপূর্ণ কৌশল, প্রযুক্তি ও সময়োপযোগী ভাষা ব্যবহার করে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরি। আমাদের উচিত—রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান বাস্তবতায় সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

৭ম অধ্যায়: দাওয়াহর ফলাফল ও ভবিষ্যৎ করণীয়

৭.১ ভূমিকা

দাওয়াহ একটি ধারাবাহিক ও ফলপ্রসূ কাজ। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে—শিরক থেকে তাওহীদের পথে, অন্যায় থেকে ন্যায়ের পথে মানুষ ফিরে এসেছে। এ অধ্যায়ে আমরা দাওয়াহর ইতিবাচক ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করবো এবং ভবিষ্যতের করণীয়গুলো নির্ধারণ করবো।

৭.২ দাওয়াহর ইতিবাচক ফলাফল

৭.২.১ তাওহীদ ও আকীদার শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা

উপমহাদেশে দাওয়াহর কারণে বহু মানুষের মাঝে শিরক, বিদআত, কুসংস্কার থেকে মুক্তির চেতনা জাগে। বিশেষত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.), শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.) ও মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) দাওয়াহর মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকীদা প্রচার করেন।

৭.২.২ সামাজিক ন্যায় ও নৈতিকতা জোরদার হয়

দাওয়াহ কেবল ধর্মীয় আহ্বান নয়, বরং এটি সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমও বটে। ইসলামের নীতির আলোকে দাঙ্গা মাদক, জুয়া, সুদ, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলেছেন।

৭.২.৩ মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা বিস্তার

উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির চেতনা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। দাওয়াহর মাধ্যমে বিভক্ত মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের চেতনা সৃষ্টি হয়।

৭.২.৪ অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রসার

শান্তিপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াহর মাধ্যমে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে ও পূর্ব বাংলায় মুসলিম ব্যবসায়ী ও আউলিয়াগণের মাধ্যমে ব্যাপক ইসলাম প্রচার হয়।

৭.৩ দাওয়াহর চ্যালেঞ্জিং বাস্তবতা

যদিও দাওয়াহর সুফল অনেক, তথাপি দাওয়াহ প্রক্রিয়া আজ নানা বাধার মুখে:

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা

মিডিয়ায় ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডা

দাঈদের প্রশিক্ষণের অভাব

মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ

৭.৪ ভবিষ্যতের করণীয়

৭.৪.১ কুরআন ও হাদীসভিত্তিক সুসংগঠিত দাওয়াহ কাঠামো গড়ে তোলা

দাওয়াহ সংস্থা, ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

স্থানীয় ভাষায় কুরআন-হাদীস প্রচার

লেখালেখি ও মিডিয়াভিত্তিক দাওয়াহ জোরদার

৭.৪.২ যুবসমাজকে দাওয়াহ কাজে সম্পৃক্ত করা

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াহ ক্লাব

তরুণ বক্তা ও দাঈদের প্রশিক্ষণ

সফটওয়্যার, ভিডিও, গ্রাফিক্সে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর দাওয়াহ

৭.৪.৩ নারীদের দাওয়াহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ

নারীদের জন্য অনলাইন ও অফলাইন দাওয়াহ প্রশিক্ষণ

মাদারস ট্রেনিং প্রোগ্রাম

নারীবান্ধব ইসলামি মিডিয়া

৭.৪.৪ আন্তঃধর্ম সংলাপ ও ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মাঝে দাওয়াহ বিতর্ক নয়, বরং যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা

আন্তঃধর্ম সম্মেলন

পাবলিক স্পিচ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন

৭.৫ দাঈদের গুণাবলী ও প্রস্তুতি

আত্মশুদ্ধি ও ইখলাস

প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা

ব্যাপক জ্ঞান ও হিকমাহ

সময়ানুগ প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা

৭.৬ উপসংহার

দাওয়াহ একটি চিরন্তন ও ধারাবাহিক দায়িত্ব। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। দাওয়াহ শুধু একটি কাজ নয়, বরং এটি একটি আমানত, যা নবীদের দায়িত্ব ছিল এবং তা এখন উম্মতের ওপর বর্তায়।

অতএব, সময় এসেছে—আমরা দাওয়াহকে কেবল বক্তৃতা বা লিফলেট বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গবেষণা, মিডিয়া, একাডেমিক চর্চা এবং বাস্তব সমাজ উন্নয়নের মাধ্যমে বিস্তৃত করি। এটি উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য একটি অব্যাহত ইবাদতের সুযোগ ও উম্মাহর রেনেসাঁর ভিত্তি হতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের দাওয়াহ আন্দোলন

৮.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এখানে ইসলাম প্রচার ও দাওয়াহ আন্দোলনের একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারা রয়েছে। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাংলাদেশে দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সুফি-দরবেশ, আলিম-উলামা ও আউলিয়াগণের মাধ্যমে। কালের বিবর্তনে এই দাওয়াহ আন্দোলন বিভিন্ন রূপে বিস্তার লাভ করেছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের দাওয়াহ আন্দোলনের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, প্রধান প্রতিষ্ঠান ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮.২ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা: প্রারম্ভিক দাওয়াহ কার্যক্রম

৮.২.১ সুফি-দরবেশদের অবদান

বাংলাদেশে ইসলামের প্রাথমিক বিস্তার ঘটে আরব বণিক, সুফি সাধক ও আউলিয়াগণের মাধ্যমে। তাঁদের অনন্য আচার-আচরণ, দানশীলতা ও আত্মিক দাওয়াহর মাধ্যমে বহু অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হন।

বিশিষ্ট দাঈ:

হযরত শাহ জালাল (রহ.) – সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন

হযরত খানজাহান আলী (রহ.) – দক্ষিণাঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ ও ইসলাম প্রচার করেন

হযরত শাহ মাখদুম (রহ.) – রাজশাহী অঞ্চলে দাওয়াহর কাজ করেন

৮.২.২ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও আলেমদের দাওয়াহ

মুঘল ও তুর্কি আমলে কওমি ও আলিয়া ধারার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও দাওয়াহর কাজ বিস্তার লাভ করে। এ সময়ে পীর-মুরিদের মাধ্যমেও ইসলামি জীবনাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে।

৮.৩ আধুনিক যুগে দাওয়াহ আন্দোলনের পুনর্জাগরণ

৮.৩.১ জামাআত তাবলীগ

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কর্তৃক ভারতে প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। “ইমান, আমল ও ইখলাস” ভিত্তিক দাওয়াহ কার্যক্রম গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আজও প্রতি বছর টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা এ আন্দোলনের বৃহৎ ফলাফল।

৮.৩.২ ইসলামিক চিন্তাবিদ ও মিডিয়া দাঈদের ভূমিকা

ড. জাকির নায়েক-এর Peace TV প্রভাব ফেলেছে বহু বাংলাদেশির উপর

আবু তালহা মো. ইসহাক, আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া প্রমুখ আলেমগণ বাংলা ভাষায়

আধুনিক মিডিয়ায় দাওয়াহ চালিয়ে যাচ্ছেন

YouTube, Facebook, Telegram ইত্যাদি মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মাঝে

তাওহীদভিত্তিক দাওয়াহ ছড়ানো হচ্ছে

৮.৪ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের দাওয়াহর প্রধান ক্ষেত্র ও মাধ্যম

৮.৪.১ কওমি ও আলিয়া মাদরাসা

এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাদীস, ফিকহ, তাফসীর শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান ও দাওয়াহর ভিত্তি তৈরি হচ্ছে।

৮.৪.২ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

হেফাজতে ইসলাম সহ অনেক সংস্থা আলেম ও গবেষকদের মাধ্যমে দাওয়াহ চালাচ্ছে

৮.৪.৩ অনলাইন ইসলামিক প্ল্যাটফর্ম ও মিডিয়া

Islamic Online Madrasa (IOM)

অনলাইনভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্মে হাজারো শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞান ও দাওয়াহ শিখছে

Al Haramain TV, Tawheed Media, Peace Message BD

এই ধরনের মিডিয়া দাওয়াহর নতুন পথ উন্মোচন করছে

৮.৫ বাংলাদেশের দাওয়াহ আন্দোলনের চ্যালেঞ্জসমূহ

মিডিয়ায় ইসলামবিদ্বেষী প্রোপাগান্ডা

তরুণদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বিস্তার

রাজনৈতিক বিভক্তি ও দলীয় দাওয়াহ

বিভিন্ন মাজহাব ও দলীয় মতবাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ

৮.৬ করণীয় ও সুপারিশ

সকল দলমতের উর্ধ্বে উঠে এক কুরআন-হাদীসভিত্তিক দাওয়াহ গড়ে তোলা

মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যুগোপযোগী দাওয়াহ শিক্ষা

বাংলা ভাষায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য কন্টেন্ট তৈরি

দাঈদের প্রশিক্ষণ ও মিডিয়া ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি

৮.৭ উপসংহার

বাংলাদেশের দাওয়াহ আন্দোলন একটি সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক স্তরে এই আন্দোলনের অবদান অপরিসীম। আধুনিক যুগের প্রযুক্তি, মিডিয়া ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমরা দাওয়াহ আন্দোলনকে আরো দৃঢ়,

গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ করতে পারি। এটাই বর্তমান সময়ে দাঈদের মূল চ্যালেঞ্জ এবং দায়িত্ব।

৯ম অধ্যায়: সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও দাওয়াহর কৌশল

৯.১ ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব অভূতপূর্ব সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মুখোমুখি। এর প্রভাব দাওয়াহর ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নববী পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচার করা আজকের দাঈদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই সময়োপযোগী কৌশল, জ্ঞান, হিকমা ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার আবশ্যিক।

৯.২ সমকালীন চ্যালেঞ্জসমূহ

৯.২.১ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মবিমুখতা (Secularism & Atheism)

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় মূল্যবোধকে ব্যক্তিগত বিষয় মনে করা হয়। এতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে চলার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।

এ ধরনের চিন্তা উপমহাদেশের শিক্ষিত শ্রেণিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

৯.২.২ ইসলামবিদ্বেষ (Islamophobia)

বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। মুসলিমদের সম্মানের সাথে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

অর্থ: “তোমরা দুর্বল হয়ো না, দুঃখ করো না; যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে অবশ্যই তোমরাই শ্রেষ্ঠ।”

৯.২.৩ ডিজিটাল বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদ

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউবের মাধ্যমে বহু ভ্রান্ত মতবাদ ছড়ানো হচ্ছে, যা যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে।

অনেক সময় আহমদিয়া, বাতিনী, শিয়া ও সেকুলার চিন্তাবিদদের কনটেন্ট ইসলামের নামে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে।

৯.৩ দাওয়াহর প্রাসঙ্গিক কৌশলসমূহ

৯.৩.১ কুরআন ও হাদীসভিত্তিক নির্ভরযোগ্য জ্ঞান চর্চা

একজন দাঈকে অবশ্যই বিশুদ্ধ আকীদাহ ও নির্ভরযোগ্য উসূলে দাওয়াহ জানতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
(সূরা নাহল: ১২৫)

অর্থ: “আপনার রবের পথে আহ্বান করুন হিকমা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।”

৯.৩.২ আন্তঃধর্ম সংলাপ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দাওয়াহ

ইহুদি, খ্রিস্টান ও হিন্দু সমাজের সঙ্গে আলোচনায় উত্তেজনা নয় বরং যুক্তি ও সদ্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াহ করতে হবে

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
(সূরা বাকার: ৮৩)

অর্থ: “মানুষের সঙ্গে সদ্যবহার কর।

”

৯.৩.৩ তরুণদের মধ্যে দাওয়াহ ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগরণ

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মাঝে যৌক্তিক ও হৃদয়গ্রাহী দাওয়াহ কৌশল প্রয়োগ জরুরি। যেমন:

ক্যাম্পাস লেকচার

বুকলেট বিতরণ

ইসলামিক কর্মশালা

তরুণদের জন্য আলিমদের Q&A সেশন

৯.৩.৪ ডিজিটাল দাওয়াহ (ই-দাওয়াহ)

বর্তমান যুগে দাওয়াহর জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা অপরিহার্য। যেমন:

ইউটিউব চ্যানেল

ফেইসবুক লাইভ

ইসলামিক পডকাস্ট

ওয়েবসাইট ও অ্যাপ

বিশ্বখ্যাত দাঈ জাকির নায়েকের *Peace TV* এবং ওস্তাদ নোমান আলী খান এর *Bayyinah TV* তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

৯.৪ উপমহাদেশে সময়োপযোগী দাওয়াহর সফল কিছু উদাহরণ

বাংলাদেশের “Peace Message” ফাউন্ডেশন

ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে বিভিন্ন ভিডিও, লেকচার ও লিফলেটের মাধ্যমে দাওয়াহ করছে।

ভারতের IREF (Islamic Research and Educational Foundation)

ড. সাদিক নাসিম ও জাহিদ আলী প্রমুখ বক্তার মাধ্যমে যুক্তিনির্ভর দাওয়াহর চর্চা।

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম IOM (Islamic Online Madrasa)

বাংলাদেশে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তরুণদের মাঝে ফ্রি দাওয়াহ শিক্ষা ও ইসলামি সচেতনতা ছড়াচ্ছে।

৯.৫ নারী ও দাওয়াহ

নারীদের মাঝে দাওয়াহ ছড়িয়ে দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন:

ইসলামি নারীদের নেতৃত্বে শিক্ষা কার্যক্রম

হিজাব, পর্দা, নারী-আচরণ বিষয়ে উপদেশমূলক প্রোগ্রাম

মা-বোনদের মাধ্যমে পারিবারিক দাওয়াহ প্রসার

সমকালীন পৃথিবীর নানান চ্যালেঞ্জ আমাদের দাওয়াহর ভাষা ও কৌশল নবীকরণের আহ্বান জানায়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তিবাদী, আন্তরিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর দাওয়াহর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ঈমান ও পরিচয় রক্ষাই আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় কাজ। দাঈদের উচিত নিজেদের আত্মিক ও জ্ঞানের পরিপক্বতা অর্জন করে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে ইসলামের আলো পৌঁছে দেওয়া।

১১তম অধ্যায়: তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ কুরআনিক রেফারেন্স

- القرآن الكريم – সব রেফারেন্সে মূল আরবি আয়াতসহ ব্যাখ্যার জন্য তাফসীর ইবনে কাসীর ও তাফসীরুস সা'দী অনুসরণ করা হয়েছে।
- সূরা নাহল (১৬:১২৫), সূরা ইউসুফ (১২:১০৮), সূরা আল-ইমরান (৩:৬৪), সূরা ফুসসিলাত (৪১:৩৩), ইত্যাদি।

১১.২ হাদীসের রেফারেন্স

- সহীহ আল-বুখারী – মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী
- সহীহ মুসলিম – ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ
- সুনান আবু দাউদ
- সুনান আত-তিরমিযী
- মুসনাদ আহমাদ – ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল
- রিয়াদুস সালিহিন – ইমাম আন-নববী
- শুয়াবুল ইমান – ইমাম বায়হাকী

১১.৩ আরবি গ্রন্থসমূহ

- الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها – د. عبد الكريم زيدان
- المدخل إلى علم الدعوة – د. محمد الراوي

- فقه الدعوة – الشيخ عبد الحميد كشك
- كيف ندعو الناس؟ – الشيخ سعيد حوى
- منهاج المسلم – الشيخ أبو بكر الجزائري
- حجة الله البالغة – الإمام شاه ولي الله الدهلوي
- تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند – الشيخ أبو الحسن علي الندوي

১১.৪ বাংলা গ্রন্থসমূহ

- দাওয়াত ও তাবলিগ – মাওলানা সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেরী
- ইসলামের দাওয়াতি আন্দোলন – মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান
- ইসলামে দাওয়াত ও তার পদ্ধতি – ড. সাইফুল ইসলাম
- বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস – মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী
অনূদিত
- ইসলাম ও সভ্যতা – সৈয়দ কুতুব
- দাওয়াতে তাবলীগের ইতিহাস ও পদ্ধতি – মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া
- বাংলাদেশের দাওয়াহ আন্দোলন: ইতিহাস ও বিশ্লেষণ – মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

১১.৫ ইংরেজি গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ

- The Call to Islam: Dawah in the Modern Context – Dr. Bilal Philips

- Dawah Strategy in the 21st Century – Islamic Research Academy (UK)
- The Role of the Muslim Ummah in Dawah – International Islamic University Malaysia (IIUM)
- Islamic Da'wah: Theory and Practice – Dr. Jamal Badawi
- Mission and Message: A Study of Islamic Propagation in South Asia – Journal of Islamic Studies, Oxford
- Da'wah among Non-Muslims in Bangladesh – Islamic Foundation Bangladesh (Research Wing)

১১.৬ ওয়েবসাইট ও অনলাইন রিসোর্স

- www.quranenc.com
- www.sunnah.com
- www.alim.org
- www.islamqa.info
- www.islamhouse.com
- www.daruliftabirmingham.co.uk
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ – www.islamicfoundation.gov.bd